হরিওঁ

# দি মালটিভারসিটি

পোঃ অঃ পুপুন্‌কী আশ্রম, ভায়া চাশ
জেলাঃ বোকারো, ঝাড়খণ্ড।

অভিক্ষা

- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ -
- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

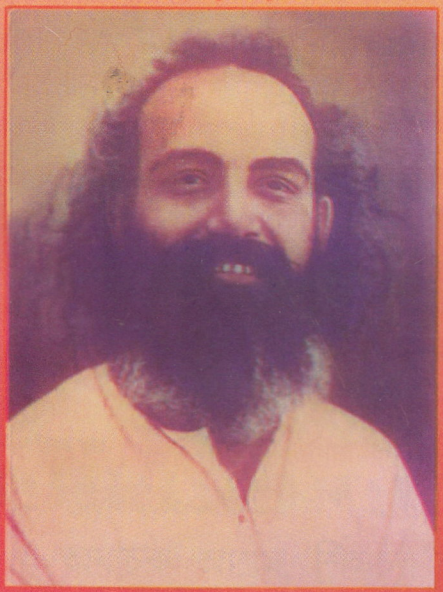

"শ্রমই আমার উৎসব, কর্ম্মই আমার সমারোহ,
নিজেকে নিয়ত কর্ম্মকোলাহলে
ডুবাইয়া রাখাই আমার সমাধি।"

(ধৃঃ প্রেঃ, পঞ্চদশ খণ্ড,পৃঃ ৮৮)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# SKETCH PLAN OF PUPUNKI ASHRAMA CUM-MULTIVERSITY

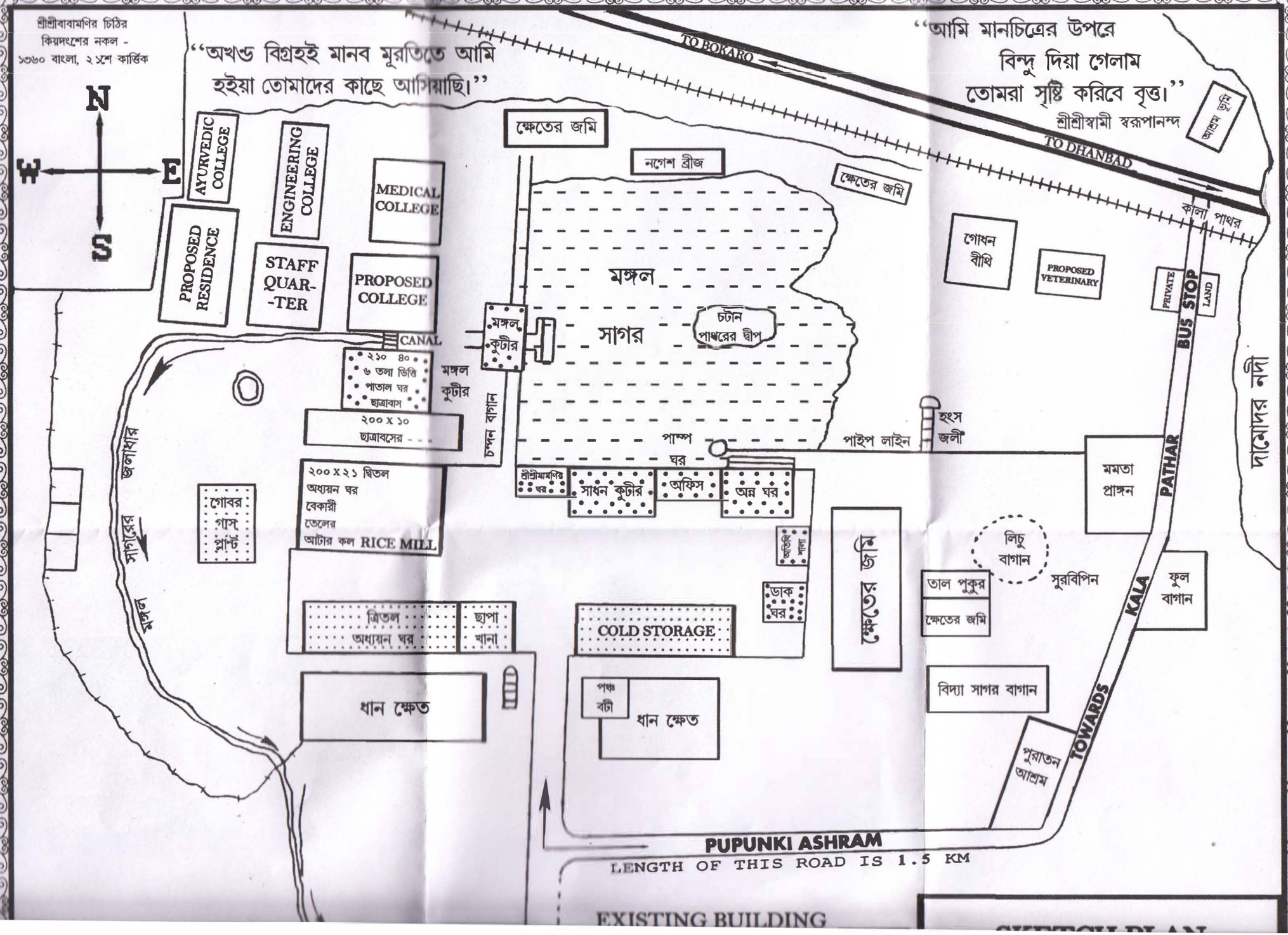

হরিওঁ

# দি মালটিভারসিটি

পোঃ অঃ পুপুন্‌কী আশ্রম, ভায়া চাশ
জেলাঃ বোকারো, ঝাড়খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বাংলা

- নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ -
- ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ -

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র

অযাচক আশ্রম, শিলচর শাখা
রাধামাধব রোড, শিলচর ৭৮৮০০১
দূরভাষ - ০৩৮৪২ ২২০২১২

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# দ্বিতীয়
# সংস্করণের নিবেদন

মালদহ সর্ব্বভারতীয় অখণ্ড মহাসম্মেলনে অখণ্ড সংঘ প্রধান পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীদাদামণির শ্রীহস্তে 'দি মালটিভারসিটি' পুস্তিকাটির উন্মোচনের পর অখণ্ড ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে এই পুস্তিকাটির জন্য অত্যন্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীদাদামণির নির্দ্দেশে আরো কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করে কিছুটা বর্দ্ধিত কলেবরে পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

ইতি - ১২ই অগ্রহায়ণ ১৪১৯

নিবেদক
অযাচক আশ্রম ও
দি মালটিভারসিটি
শিলচর শাখা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# প্রেক্ষাপট

মালটিভারসিটি শ্রীশ্রীবাবামণির (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের) এক অত্যদ্ভূত পরিকল্পনা। আবাল্য তরুণ-কিশোরদের জীবন গঠনের কাজে ব্যয় করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাদের সম্পর্কে যাহা বুঝিয়াছেন, আজীবন দরিদ্র পিতামাতা ও অভিভাবকদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ, অনটনের যে অবস্থা তিনি জানিয়াছেন, আর দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য হ্যারো, ইটন, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া আপামর জনসাধারণের পুত্র-কন্যাদিগকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ঢুকাইবার যে অদ্ভুত চাতুরী করিতে দেখিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীবাবামণির 'মালটিভারসিটি'র পরিকল্পনা।

(প্রতিধ্বনি, কার্তিক, ১৩৬৯ বাং)

স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"মক্কা যেমন মুসলমানদের,
অমৃতসর যেমন শিখদের,
তেমনি পুপন্‌কীর মালটিভারসিটি
অখণ্ডগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ক্ষেত্র।"

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

# আদর্শ

মালটিভারসিটির আদর্শ নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন - "সেই প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে যেখানে ভারতীয় বীজ ভারতীয় মৃত্তিকার রস আহরণ করিতে গিয়া চাকুরীর মোহে বক্র গতিতে বাড়িবে না; ভারতের মাটির সরস স্নেহ, ভারতের তপনের উদার কিরণ, ভারতের মলয় মারুতের স্নিগ্ধ মধুরতা পান করিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইবে অবাধ্য উদ্যমে এবং মূল ও শাখা ভ্রাতৃত্ববোধের অপূর্ব শিহরণ লইয়া ছড়াইয়া পড়িবে ভারতবর্ষের সুবিশাল বক্ষের সর্বত্র ব্যাপিয়া। সেই প্রতিষ্ঠান আজ গড়িতে হইবে যেখানে শিক্ষার্থী নিজের মাটিতে নিজের কোদাল চালাইবে, নিজের চরকায় নিজের তাঁতে কাপড় বুনিবে, নিজের বাহুবলে নিজের অন্নার্জন করিবে, নিজের সামর্থ্যে জ্ঞানসমুদ্র আলোড়িত করিবে, নিজের শক্তিতে মনুষ্যত্বের উন্মেষণ ঘটাইবে। সেই প্রতিষ্ঠান আজ চাই যেখানে শিক্ষার্থী আগে শিখিবে নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিতে এবং পরে বাহির হইবে বহির্জগতে দিগ্বিজয়ের অপরাজেয় অভিযান লইয়া। সেই প্রতিষ্ঠান আজ চাই যেখানে রুটির টুকরার চাইতে মনুষ্যত্বের সাধনার দাম বেশী, আত্মসুখসেবার চাইতে পরার্থে স্বার্থোৎসর্গের মূল্য অধিক।"

(অখণ্ড সংহিতা,দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬)



Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# দ্বারোদ্‌ঘাটন

১৬ই পৌষ, ১৩৮০ বাং, ১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ ইং মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীবাবামণির পুণ্য জন্মোৎসবের শেষদিন তথা শ্রীশ্রীমামণির শুভ জন্মদিনে বিহারের মানভূম জেলার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড এর বোকারো জেলা) পুপুন্‌কীতে বিশ্বৈকাত্মতার পরম বেদীস্বরূপ মালটিভারসিটির শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়।

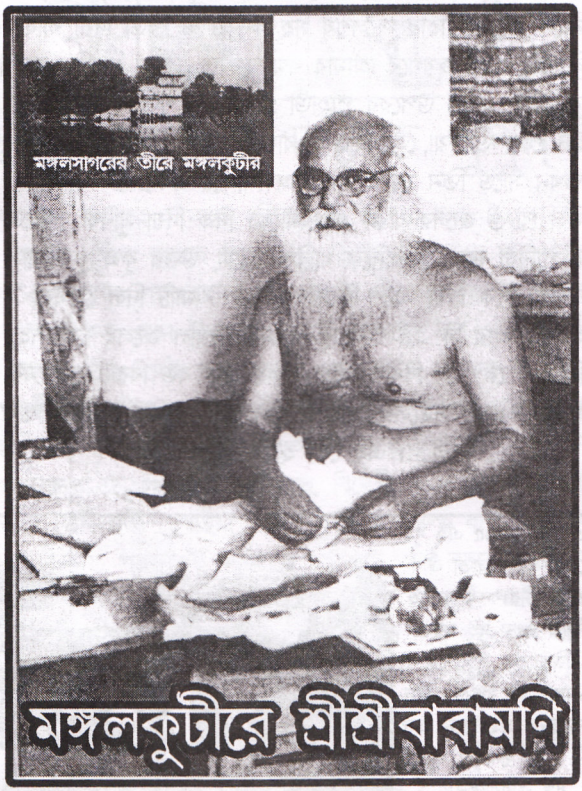


Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# ইতিহাস

## মালটিভারসিটির ইতিহাস শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষায়-

"..... ১৯৩৪ ইংরাজী সালে এ কাজে হাত দিয়াছিলাম এবং নানা ঘটনাবলীর আঘাতে প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হইয়াও আমার পরিকল্পনা তোমাদের কাছে বলিয়া কহিয়া আর্থিক সহায়তা লাভের কোন চেষ্টা কদাচ করি নাই। যখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটা সত্যিকারের স্থায়ী জিনিষ গড়িয়া ফেলিয়াছি, বরুণদেবতাকে তাঁহার জলৈশ্বর্য সহ কড়াও ও বেড়ী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছি, যখন জয়গর্বে আমার বক্ষ স্ফীত, তখন দশদিন ব্যাপী ধারাবাহিক বর্ষণে উপরের পাহাড়ী গ্রামগুলির শত শত ক্ষেতের আইল গেল ভাঙ্গিয়া, অনেকগুলি বাঁধ গেল জলের তোড়ে উড়িয়া, তখন সাড়ে তিন ফার্লং দীর্ঘ মঙ্গলসাগরে একচোটে আসিয়া পড়িল প্রচণ্ড জলের ধাক্কা এবং বাঁধের দিক দিয়া সুবিধা করিতে না পারিয়া জল উত্তরদিকে ধাবিত হইয়া, উত্তর কূল ডুবাইয়া পিছন দিক দিয়া আশি ফুটপ্রশস্ত ভরাটি মাটি দিল ঠেলিয়া সরাইয়া। আর কি ইট-পাথরের পাকা দেওয়াল জলের চাপ সহ্য করিতে পারে? সে বিদীর্ণ হইল। কিন্তু এত বড় বিরাট ভাঙ্গনের মেরামতি আমার সম্বলের আয়ত্তে ছিল না। তোমরা জানিতে বাধ্য হইলে। এই তো ইহার ইতিহাস।"

(প্রতিধ্বনি, মাঘ, ১৩৮০ বাং)

১৩৩৪ ও ১৩৩৫ এই দুই সালের আশ্রয়-দাতা জীর্ণ আশ্রম-কুটীর।কর্ম্মীরা এই কুটীরে প্রথম দুই বর্ষায় ভিজিয়াছেন, দুই গ্রীষ্ম ছোটনাগপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে অর্দ্ধভর্জ্জিত হইয়াছেন এবং রজনী যোগে গোখুরা সাপের সঙ্গ করিয়াছেন।

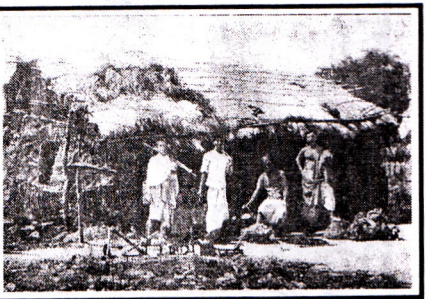

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# শ্রীশ্রীবাবামণির দৃষ্টিতে পুপুন্‌কী

"কতজন কতবার আমাকে বলিয়াছেন- ছাড়িয়া দাও ঐ পুপুনকী। সমর্থনে যুক্তির অভাব হয় নাই। সত্যই রহিমপুরের মত দরদ এখানে কোথায়? পরশুরামের মত একতা এখানে কোথায়? উড়িষ্যার সুখিন্দার মত এমন উর্ব্বরতা এখানে কোথায়? তবু এই পুপুনকী আমার প্রিয়। প্রতি পদে আমার যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াই পুপুনকী প্রিয় হইয়াছে। পুপুনকী আমার ক্ষুধা সহিবার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে, গুপ্তঘাতক বা বিষধর সর্প আমার জীবনান্ত করে কিনা, আড়চোখে তাহা চাহিয়া দেখিয়াছে, বিদেশী সরল চিত্ত পথিককে হঠাৎ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া আশ্রম করিবার সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করাইয়া নিয়া পরক্ষণেই করিয়াছে অবিশ্বাস আর বছরের পর বছর করিয়াছে অপমান। এভাবেই সে আমার প্রিয় হইয়াছে। আমার স্বাস্থ্য নাশ করিয়া পরমায়ু হরণ করিয়া সে আমার প্রিয় হইয়াছে। অন্যে পলাইয়া যাইত, কিন্তু আমি ত আমিই, আমি ত অন্য কেহ নহি। আমি পলাইব কেন ?"

(ধৃঃ প্রেঃ ষোড়শ খণ্ড, পৃঃ ৬৫ )



Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# উদ্দেশ্য

মালটিভারসিটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁর এক পত্রাংশে উল্লেখ করেছেন -

"মনগড়া যোগবিয়োগের হিসাব নিকাশ করিয়া মালটিভারসিটির পরিকল্পনা করি নাই।জাতির অতীত আয়োজন, জাতির বর্ত্তমান প্রয়োজন এবং জাতির ভবিষ্যৎ সংযোজন এই তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়া মালটিভারসিটির পরিকল্পনা আপনা আপনি রচিত হইয়া উঠিয়াছে।- - -মালটিভারসিটি কাঁচা হিসাবের কাজ নহে।ভগবান নিজে বসিয়া ইহার পাকা হিসাব লিখিয়াছেন। - - - ঈশ্বরের সৃষ্টি হিমাচল তোমাদের সৃষ্টি মালটিভার্সিটি। এই দুই কখনও দাতার দুয়ারে মাথা নত করিবে না। এখানে তোমরা গড়িয়া তুলিবে স্বাবলম্বীর দল। নির্ভয়ে যারা জগৎ জুড়িয়া চালাইবে অভিযান সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় ও চরিত্রের। ভিক্ষাটনের প্রচলিত রীতি তোমরা অনুসরণ করিতে পার না।"

(ধৃতং প্রেম্না ত্রয়োবিংশ, খণ্ড পৃঃ ৪৫)

"ছাত্ররা এখানে বিশুদ্ধ খাদ্য খাইবে, বিশুদ্ধ চিন্তা করিবে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিবে, বিশুদ্ধ কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, ভিক্ষা ব্যতীত জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে। অর্জুনের প্রয়োজনেই গীতা রচিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনে নহে। প্রত্যেকটি বালককে বিশ্বরূপদর্শনক্ষম কর্মযোগী অর্জুনে পরিণত করিয়া আমার বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র বা মালটিভারসিটি সার্থক হইবে। এই ধ্যানে আমি ডুবিয়া রহিয়াছি। তোমাদের নয়নে কি ইহার অংশবিশেষও ফুটিয়া ওঠে না? তোমরা কি এই ধ্যানের আনন্দ অনুভব করিতে চাহ না? তোমাদের মধ্যে কোথায় সেই উদ্দীপনা ?"

(ধৃতং প্রেম্না, সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ১১০)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"আমি চাহিতেছি এমন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপবন্ত করিতে, যাহা কেবল learn to earn (অর্থার্জ্জনের জন্য বিদ্যার্জ্জন কর)ই হইবে না, যাহা earn to learn (বিদ্যার্জ্জনের জন্য অর্থার্জ্জন কর)ও হইবে, যাহা কেবল teach to learn (শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা দান কর)ই হইবে না, যাহা learn to teach (শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষালাভ কর)ও হইবে।"

(ধৃতং প্রেম্না চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৮, ১৯)

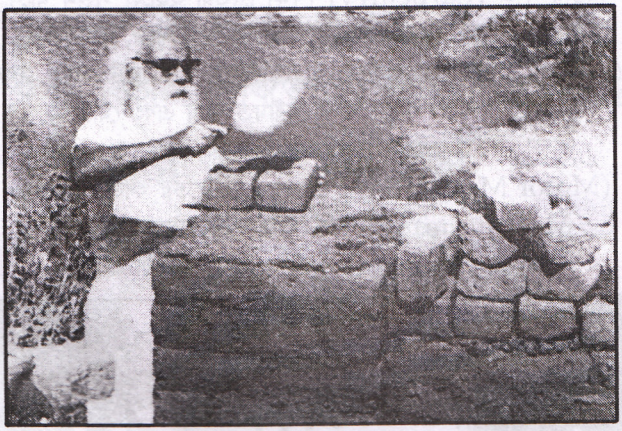

"আমি তোমাদিগকে হাজার অবতারের যুগপৎ অবতরণ সম্ভব করিবার জন্য কমপক্ষে তিন-শতাব্দী তপস্যায় নিরত করিতে চাহি। আমার মালটিভারসিটি তাহারই প্রাণকেন্দ্র।"

(ধৃতং প্রেম্না চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৯)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

## মালটিভারসিটির শিক্ষা প্রণালী :

শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-রীতি অনুযায়ী দেওয়া হইবে। কিন্তু অতিরিক্ত কতকগুলি বিষয়ও শিখান হইবে। যেমন, পঞ্চম মানেই দর্জ্জির কাজ, হস্তনির্ম্মিত কাগজ তৈরীর কাজ এবং সাইন বোর্ড লেখা ও ড্রয়িং শেখান হইবে। ষষ্ঠ মানে ফুল এবং তরিতরকারীর বীজ উৎপাদন এবং ফল ও ফুল গাছের কলম কাটা তথা কাঠের মিস্ত্রীর কাজ (Carpentry) শিক্ষা দেওয়া হইবে। সপ্তম মানে প্রেসে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত কম্পোজের কাজ, সাইকেল মেরামতের কাজ এবং বাড়ীতে ইলেকট্রিকের তার ফিট করার কাজ শিখান হইবে। অষ্টম মানে ঘড়ি মেরামত করা এবং মোটর-চালনা শিক্ষা দেওয়া হইবে। নবম মানে মোটর মেরামতের কাজ (Motor Mechanism), রেডিও মেরামতের কাজ (Radio Mechanism) এবং সম্ভব হইলে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা (Movie Camera) ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সপ্তম মানে জমি জরীপের কাজ, আয়ুর্ব্বেদীয় মতে সাধারণ চিকিৎসা, অষ্টম মানে সঙ্কর-বীজ উৎপাদন (Seed Hybridisation) ও হোমিওপ্যাথিক মতে সাধারণ চিকিৎসা, নবম মানে রোগীর রক্ত নেওয়া, ইনজেকশন দেওয়া ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা (Use of microscope), রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দশম এবং একাদশ মানে সাধারণভাবে এই সকল শিক্ষার চর্চ্চা থাকিলেও সাড়ে পনর আনা সময় দেওয়া হইবে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফললাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। পঞ্চম মান হইতেই প্রত্যেক ছাত্রকে রাগমার্গের বিশুদ্ধ সঙ্গীত, নিজেদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার কথোপকথন, দুইবেলা ব্যায়ামাদি এবং সন্তরণ শিখান হইবে। প্রত্যেকটি ছাত্রকে নৌচালন শিক্ষা দেওয়া হইবে।★

(প্রতিধ্বনি চৈত্র ১৩৬৫)

"দেশ বা জগতের কয়টি দিনের ভবিষ্যতের কথা নেতারা দেখিতেছেন বা ভাবিতেছেন ?

আমি ভাবিতেছি তিনশত বৎসরের পরের কথা।

আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর এবং দ্বিধাহীন আনুগত্যে প্রত্যেকটি আদেশ পালন কর।"

(ধৃতং প্রেম্না সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ১৪)

পরম পূজ্যপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব।

★ বিস্তৃত শিক্ষা পদ্ধতির জন্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত সহায়ক তথ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

**সকলের মনকে এখন মালটিভারসিটির অভিমুখী কর।ইহার চাইতে মহত্তর কাজ এখন তোমাদের আর কিছু নাই।**

(ধৃতং প্রেম্না ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৫)

## দি মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের মাধ্যমে সর্ব্ব প্রদেশের পারস্পরিক একতা এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন

"একটা মাত্র প্রদেশের ভিতরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া বা রাখিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় সামগ্রিক ঐক্যবোধ-সৃষ্টির অন্তরায় হইতেছে।কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি বোম্বে বা হায়দ্রাবাদে কলেজ খুলিবার অধিকার পাইত, বিহার বিশ্ববিদ্যালয় যদি সারনাথ বা আশেপাশে কলেজ খুলিতে পারিত, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় যদি পাটনা বা কলিকাতার ভবানীপুরে কলেজ খুলিতে পারিত,

আমার সুদৃঢ় ধারণা এই যে, ইহার দ্বারা অতি দ্রুত সর্ব্বভারতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত হইতে পারিত।গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যদি আলিপুরদুয়ার, খড়গপুর বা কটকে কলেজ খুলিবার চেষ্টা করিতে পারিত, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক একতা এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্র অতি দ্রুত গড়িয়া উঠিতে পারিত।এমন কি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি মেদিনীপুরে বা কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটে কলেজ খুলিবার অধিকার থাকিত, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি মালদহ, ভুবনেশ্বর বা নগাঁওতে কলেজ খুলিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ভাষা-সমস্যার স্বাভাবিক নিয়মেই সমাধান হইয়া যাইতে পারিত।

**এই জন্যই আমি আমার পরিকল্পিত মালটিভারসিটিকে কোনও নির্দ্দিষ্ট রাজ্য বা প্রদেশের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি না।"**

(ধৃতং প্রেম্না সপ্তদশ খণ্ড, পৃঃ ৭৪,৭৫)



Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

## একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন-

"মনে করুন,Residential(আবাসিক) ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার আর্থিক বাধা আমরা দূরই করতে পারলাম। কিন্তু এইখান থেকে শিক্ষিত হয়ে গিয়ে ছেলেরা যদি বর্তমান যুগের জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে না পারে, তা হলে প্রতিষ্ঠানটার বাঁচবার অধিকার থাকে না। দ্বিতীয়তঃ আশ্রমের ছাত্ররা যদি সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মতন আত্মসুখলোভীর জীবনযাপন কর্ল্ল, সমাজের কোন প্রত্যক্ষ সেবায় আত্মনিয়োগ না কর্ল্ল, তা হলে এত কষ্ট করে বুকের রক্ত দিয়ে আশ্রম গড়ে লাভ কি? সুতরাং শুধু আর্থিক অভাব দূর হলেই সব হল না। সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য, উৎসর্গীকৃত- জীবন কর্ম্মী-পুরুষদের সৃষ্টিরই জন্য এ আশ্রম, - এই সঙ্কল্পটিতে আগে আমাদিগকে মনে প্রাণে আরূঢ় হয়ে নিতে হবে।"

(অঃ সঃ প্রথম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

## শ্রীশ্রীবাবামণি বলতেন -

"আমার এখান থেকে ছাত্ররা লাল-বাল-পাল হয়ে বেরুবে। প্রত্যেকটি ছাত্র ডিনামাইট হয়ে বেরুবে।" (প্রতিধ্বনি, পৌষ ১৩৯১ বাং, পৃঃ ৭৯৬) এখানে লাল অর্থে লালা লাজপত রায়, বাল অর্থে বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাল অর্থে বিপিন চন্দ্র পালকে বুঝিয়াছেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# দি মালটিভারসিটির কৃচ্ছ্রতা সাধনের কঠিন দিনগুলির চিত্র -

## পুপুনকী আশ্রম এবং বৃহত্তর বাংলা

অদ্য (১২ই শ্রাবণ ১৩৩৬) শ্রীশ্রীবাবামণি
ত্রিপুরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে লিখিলেন -

" কি কঠোর পরিশ্রম এবং কত বড় কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া যে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য অগ্রসর হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষারই অভাব। তোমরা যদি সম্মুখে থাকিতে, তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে। দিনের পর দিন,

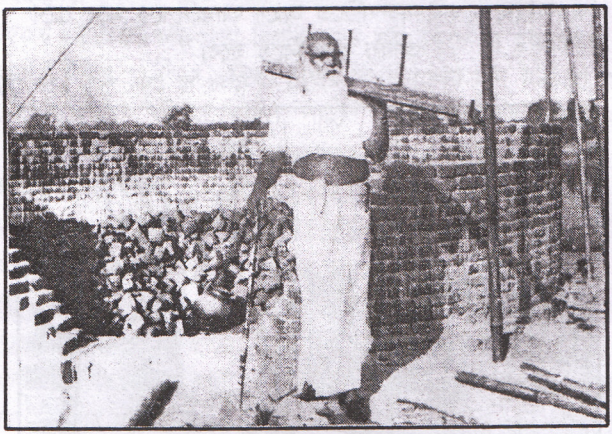

মাসের পর মাস দারুণ অন্নকষ্ট সহিয়া যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে, তবে আরো একটু বুঝিতে। কিন্তু সকল ক্লেশের ভাগ লইয়া, সকল শ্রমের অংশ গ্রহণ করিয়া, তারপরে যদি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক কোনও ব্যাধিতে পড়িয়া সময়মত বার্লির জল ও দু-ফোঁটা ঔষধ না পাইবার অসহায়তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করিতে পার, তাহা হইলে এখানকার অবস্থার সত্য সত্য উপলব্ধি মহাকবি-সুলভ কল্পনা-শক্তির বলেও করা সম্ভব হইবে না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পুপুন্‌কীতে শ্রীশ্রী ওঙ্কার বিগ্রহ

একজন কর্ম্মী একটা বৎসর কি যে অমানুষ শ্রম করিয়া আজ হৃৎপিণ্ডের দুরারোগ্য রোগে প্রতি-নিয়ত মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, শূন্য উদরে খাটিতে খাটিতে অপর একজন আজ কত যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতেও যে সে অপরাগ, তৃতীয় একজন যে আজ কুড়ি-বাইস দিন ধরিয়া টাইফয়েডের সঙ্গে জীবন-মরণের কি লড়াই চালাইতেছে, এ সকলের চিত্র আমি পত্র দ্বারা কি আঁকিব? দারুণ গ্রীষ্মে জলের অভাবে কতদিন আমরা শুষ্ক-কণ্ঠে বাকশক্তিরহিত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছি, তাহা এখানে আসিয়া একবার নিদাঘ দ্বিপ্রহরের প্রতপ্ত রৌদ্রে প্রায়ার্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষীণ নির্ঝরের ধার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া না গেলে শুধু পত্র পড়িয়া কি বুঝিবে? জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন নির্ঝর শুকাইয়া গিয়াছে, বরদা গিয়া হাত-খানিক পাথর কাটিয়াও যখন এক বিন্দু জল বাহির করিতে পারে নাই, গাইতি মারিতে মারিতে যখন তাহার হাতে অগণিত ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, সেই ফোস্কাগুলি ফাটিয়া যখন দরবিগলিত ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে, অথচ তখন পর্য্যন্ত ঝরণার কঠিন নির্ম্মম বক্ষ হইতে এক কণা স্নেহরস বহির্গত হয় নাই, তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত বরদার চখের জল পার্শ্ববর্ত্তী বালুকা বিস্তারের উপর কেমন করিয়া বৃথাই পতিত হইয়া বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই, তাহারা পত্র পড়িয়া আর কতটুকু উপলব্ধি করিবে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীর্ণ কুটীরখানার উপর হইতে, নীচ হইতে, পার্শ্ব হইতে যখন জলধারা বর্ষিয়াছে, আর পাঁচটি সহকর্ম্মীসহ আমি সমগ্র রাত্রি ভিজা বিছানায় বসিয়া সারা দিনের কর্ম্মশ্রান্ত বিশ্রাম-লোলুপ অলস দেহকে তন্দ্রায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া বিশ্রাম দিয়াছি, অন্ধকার রজনীতে যখন খরিশ (গোখুরা) সাপের দল মুষিকের লোভে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমগ্র-রজনী-ব্যাপী বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ দিয়াশলাই ভিজিয়া গিয়াছে বলিয়া অন্ধকার গৃহ হইতে বহিনিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই, বরদার শিয়রে যখন গভীর নিশীথে এক কালসর্প দংশনোদ্যত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে মানুষকে দংশন না করিয়া তাহার শিয়রের বালিশটাকে দংশন করিয়াই ক্রোধাগ্নির পরিনির্ব্বাণ ঘটাইয়াছে, তখন যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী হয় নাই, তাহারা এই স্বেচ্ছাবৃত কষ্ট এবং বিপদের পরিমাণ বুঝিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। পায়ে একটা বিরাট ক্ষতের স্ফীতি ও তীব্র যন্ত্রণা লইয়া তারাপদ আজ কয়দিন ধরিয়া রাত্রি এগারটা বারটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে মাঠের কাজ হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া করিতেছে, কল্য রাত্রির আহারই করিয়াছি একটা বাজিবার পরে। এই সকল বিষয় কত আর বর্ণনা করিব ?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বলিতে পার, এত কষ্ট সহিবার দরকার কি? তাহার উত্তর এই যে, ধনীর পকেট হইতে টাকা বাহির করিবার বিদ্যা নহে, অভিক্ষাই পরপদানত ভারতের কর্ম্ম-সিদ্ধির সাধন-মন্ত্র এবং অভিক্ষার এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা গেরুয়া-বিলাসীর কর্ম্ম নয়। দ্বিতীয় কথা এই যে, বাঙ্গলার বাহিরে যদি সত্যিকার কোনও বৃহত্তর বাঙ্গলা সৃষ্টি করিতে হয়,তবে তাহার জন্য যে সকল কর্ম্মীর প্রয়োজন,তাহারা এইরূপ কঠোর কর্ম্ম-সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আত্মগঠন করিবেন।"

(অঃ সঃ চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭)

মালটিভারসিটির অন্য নাম স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠ। এই প্রতিষ্ঠান রচনার মাধ্যমে কর্মযোগী শ্রীশ্রীবাবামণি শুধু যে স্বাবলম্বনের মূর্ত প্রতীক হয়ে জনসমাজে ধরা দিয়েছেন তা নয়, ভাবী মানব সমাজের কল্যাণ কামনায় তাঁর সন্তানদের কর্মমুখর, স্বাবলম্বী ও জগন্মঙ্গলকারীরূপে গড়ে তোলার ইচ্ছা পোষণও করেছেন-

"অসীম ধৈর্য নিয়া আমি আমার বত্রিশ বৎসরের পরমায়ু এমন একটা কাজে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, চাঁদা তুলিতে গেলে যাহা আমি কয়েক বৎসরে সমাপন করিতে পারিতাম। তবু চাঁদা তুলি নাই কেবল এই একটা কথা ভাবিয়া যে, পঞ্চাশ বছরের পরিশ্রমেও যদি একটা স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঈশ্বরদত্ত আত্মশক্তির জয়জয়কার হইবে। একবার যদি ক্ষুদ্র একটা সেবাপ্রতিষ্ঠানও এমন ভিত্তির উপরে দাঁড়ায়, যাহা বাহিরের লোকের অনুগ্রহদত্ত দানের অপেক্ষা রাখিতে বাধ্য হয় না, পরন্তু প্রতিষ্ঠানার্জিত অর্থেই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে এই সুমহৎ দৃষ্টান্ত অনেকানেক শক্তিশালী নব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রেরণা যোগাইবে। ইহা এই যুগে প্রয়োজন।"

(ধৃতং প্রেম্না, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৭)

## কর্মপ্রয়াস

একদা আমাদের গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের শ্রদ্ধার্ঘের দ্বারা মালটিভারসিটির কাজ কি করে এগিয়েছে তার নিদর্শন দেখা যায় শ্রীশ্রীবাবামণির একটি পত্রে-

".....মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র তোমাদেরই জিনিষ। খুব মোটা অঙ্কের অনেকগুলি টাকার থলি আমার পকেট হইতে বাহির হইয়া ইহাকে শুরু করিলেও ইহা তোমাদের জনে জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত সহস্র দানের সমষ্টি হইয়া ক্রমশঃ গঠনের মুখে আগাইয়া চলিয়াছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাস্তুত্যাগীদের অনাথশিবিরবাসিনী কত হেমপ্রভা চৌধুরীরা আর কত সুরুচি দাসেরা যে নিজেদের 'ডোলের' চাউল বাঁচাইয়া, নিজেদের শশা আর লাউ, নিজেদের ডাঁটাশাক আর কুমড়া বেচিয়া ইহার জন্য অবিরাম কিছু কিছু পাঠাইতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।"

(ধৃতং প্রেম্না, চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৩)

শ্রীশ্রীবাবামণির অভিপ্রায়কে বাস্তবায়িত ও ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সংঘপ্রধান শ্রীশ্রীদাদামণি মালটিভারসিটির জন্য কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন।

## মালটিভারসিটি ও অযাচক আশ্রম

শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষায়-

"অযাচক আশ্রম পৃথিবীর হাতে ব্যক্তিবিশেষের দান, মালটিভারসিটি পৃথিবীর হাতে তোমাদের সকলের দান। সমষ্টির মহিমা মালটিভারসিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযাচক আশ্রম অপেক্ষা মালটিভারসিটি এই হিসাবে মহত্তর।"

(ধৃতং প্রেম্না, চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৩)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

## অন্যত্র শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন -

"- - - মালটিভারসিটি ও অযাচক আশ্রম সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। মালটিভারসিটির তহবিল হইতে অযাচক আশ্রম একটি কপর্দকও কখনো নেন নাই, নিবেন না, অবিরাম বরং মালটিভারসিটিকে দিতেছেন এবং দিতে থাকিবেন। অযাচক আশ্রমের স্নেহচ্ছায়া তলে বাড়িয়া উঠিতেছে বলিয়াই মালটিভারসিটির লক্ষ্য স্বশক্তিতে বাড়িয়া উঠা। মালটিভারসিটি বিগত ১৫ই জুন (১৯৭৩ ইং) তারিখে একটি সমিতিরূপে রেজিষ্টারীকৃত হইয়াছে, যাহার আয় বা সম্পদের উপর কোন সদস্য, পরিচালক বা এমনকি দাতারও ব্যক্তিগত কোনও অধিকার নাই।"

(প্রতিধ্বনি, মাঘ ১৩৮০ বাং)

প্রবল কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে পুপুন্‌কীতে
এই স্থানে বসে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
ধ্যানস্থ হয়ে তাঁর স্বরূপকে দর্শনের আনন্দ আহরণ কত্তেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

## দি মালটিভারসিটির
## পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণির উক্তি-

বিহার রাজ্যের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রী অনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার দি মালটিভারসিটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- এই ব্যাপারের ইঞ্জিনীয়ারটী কে ? ইহার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছিলেন **"Mr. God is my Engineer and Mr. Common sense is his assistant. I have been serving these two masters with implicit obedience"** অর্থাৎ "পরমেশ্বর আমার স্থপতি আর কাণ্ডজ্ঞান তাঁহার সহকর্মী। আমি পূর্ণ আনুগত্য লইয়া এই দুইজনের আদেশানুযায়ী কাজ করিতেছি।"

(প্রতিধ্বনি শ্রাবণ ১৩৭৯ বাং ,পৃঃ ৩০৮)

সর্ব্ববামে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, সর্ব্বদক্ষিণে ব্রহ্মচারিণী সংহিতা দেবী, মধ্যস্থলে মহামান্য রাজ্যপাল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী।



Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশ

"তোমরা প্রত্যেক অখণ্ডের প্রাণে মালটিভারসিটি সম্পর্কে একটা মমত্ববোধের সৃষ্টি কর। জাতি ত' মরিয়া যাইতে চলিয়াছে। বাঁচিবার যুদ্ধ আমাদিগকে করিতে হইবে। বাঁচিবার যুদ্ধ শিখাইবার জন্য, বাঁচিবার যুদ্ধের সৈনিকদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য, বাঁচিবার যুদ্ধকে তিন শতাব্দীব্যাপী করিয়া চরম জয় ও পরম প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আপ্রাণ সাধনা প্রয়োজন। তার জন্য কর্মবীর সাধকদের আবির্ভাব আবশ্যক। তাহারই জন্য মালটিভারসিটি তৈরী হইতেছে। এই সময়ে আমার একটিমাত্র সন্তানও যদি যুদ্ধের রসদ যোগাইতে কৃপণ থাকে, তবে বলিব, সে নিতান্তই অমানুষ। তোমরা আমার একটি সন্তানকেও অমানুষ থাকিতে দিও না। সকলের সর্বশক্তি একই সময়ে একত্র করিয়া কাজ করিবার যদি কখনও প্রয়োজন পড়িয়া থাকে, তবে জানিও, তাহা আজ। এ কাজে কাল, পরশু, তরশু করিয়া কাহাকেও অবহেলা করিতে তোমরা দিও না।"

(ব্যক্তিগত পত্র, ১৩ই চৈত্র, ১৩৭৩)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হরিওঁ

# প্রস্তাবনা

পরমারাধ্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সৃষ্টি, মর্ত্তের নন্দন কানন, অখণ্ড ভ্রাতা ভগিনীদের পুণ্য পীঠস্থান দি মালটিভারসিটি বা স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠ এক অনুপম জীবনাদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক যাহা সুদীর্ঘ ও বহুমূখী কর্ম্ম প্রকল্পের সঙ্গে স্বাবলম্বী জাতি গঠনের দৃঢ় ভিত্তি রচনার এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান।শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণাশ্রিত বহু সন্তানের কাছে তার এই অমর কীর্ত্তির অতুলনীয় আদর্শের সুউচ্চ চিন্তাধারার কথা প্রায় অজ্ঞাত বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।তাই তাঁরই সুমহান অমৃত বাণীর সংকলন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মাধ্যমে সব অখণ্ড সন্তানদের সাংঘিক কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বর্ত্তমান অখণ্ড সংঘ প্রধান পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীতপন ব্রহ্মচারীজীর (শ্রীশ্রীদাদামণির) অনুমতিক্রমে শুধু অখণ্ড ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে প্রচারের মানসে শিলচর অযাচক আশ্রম শাখা ইহা মুদ্রণের ক্ষুদ্র প্রয়াস করে।পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীদাদামণির শ্রীহস্তে মালদহ অখণ্ড সম্মেলনের এই পবিত্র দিনে পুস্তিকাটি উন্মোচিত করা হল।

ইতি - ২রা নভেম্বর ২০১২ইং

নিবেদক
অযাচক আশ্রম ও দি মালটিভারসিটি
শিলচর শাখা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

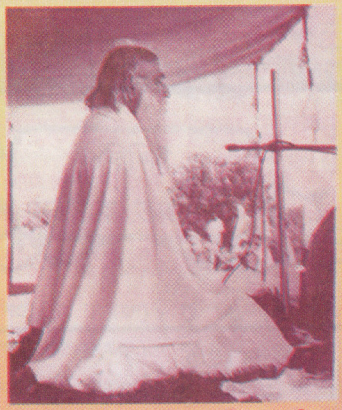

পুপুন্‌কীর উৎসবে সমবেত উপাসনা পরিচালনা করিতেছেন
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব (১৩৬৯)।

"তোমাদের সমবেত উপাসনা যখন বিশ্বম্ভরী মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তখন তোমাদের মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র জগতের সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়কে এক একটি করিয়া গোষ্পদে পরিণত করিবে।"

(ধৃতং প্রেম্না চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৩)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ও পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমামণির স্থলাভিষিক্ত বর্ত্তমান অখণ্ড সংঘ প্রধান শ্রীশ্রীতপন ব্রহ্মচারীজী (শ্রীশ্রীদাদামণি) কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও প্রচারিত এবং দক্ষিণ আসাম সম্মিলিত অখণ্ড সংগঠন কর্ত্তৃত প্রকাশিত।

Printed by : art-o-litho, 16/3, Anil Sarkar Road, Kol-34, Ph : 9874087700 / 9830177618

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# SKETCH PLAN OF PUPUNKI ASHRAMA CUM-MULTIVERSITY

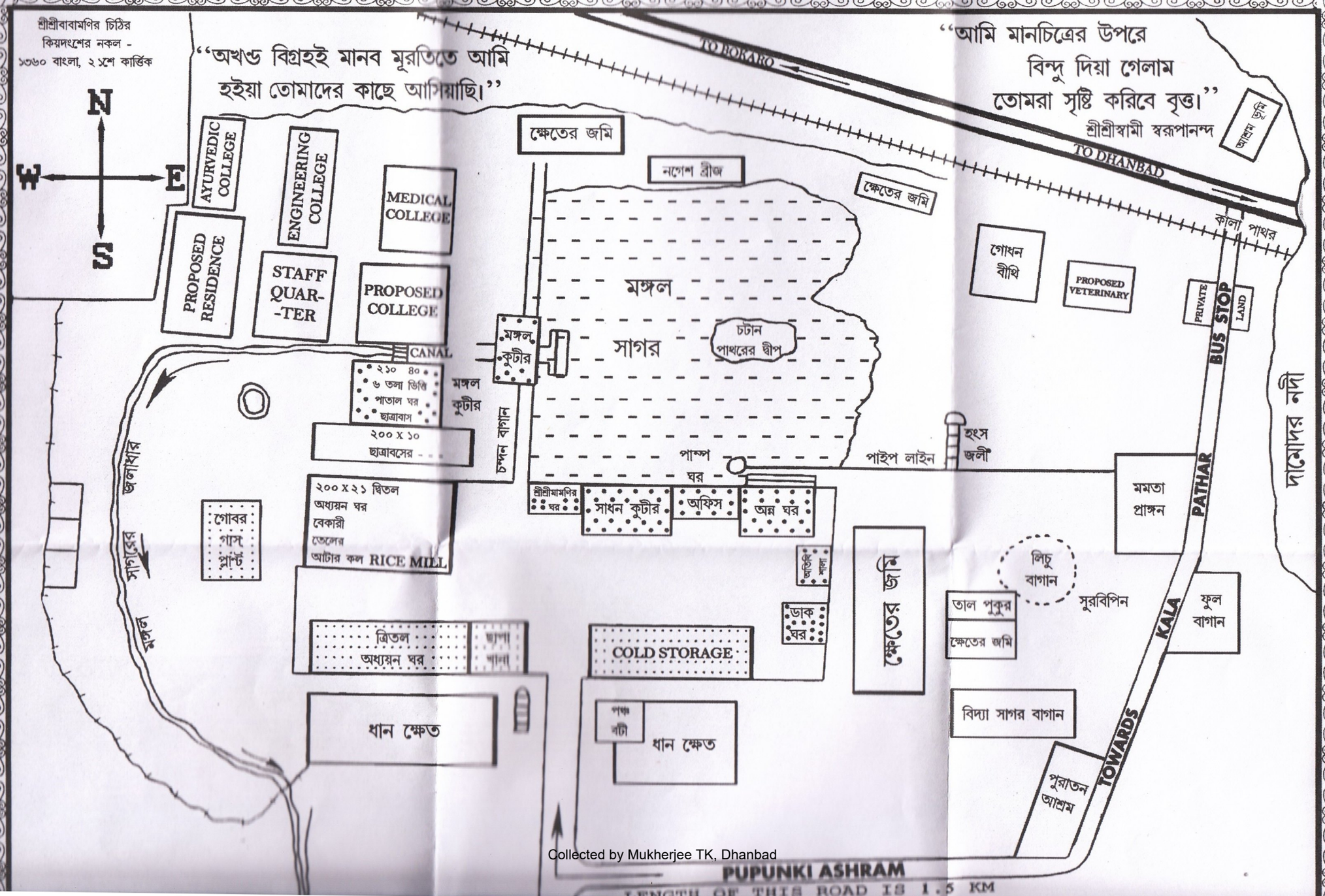


Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

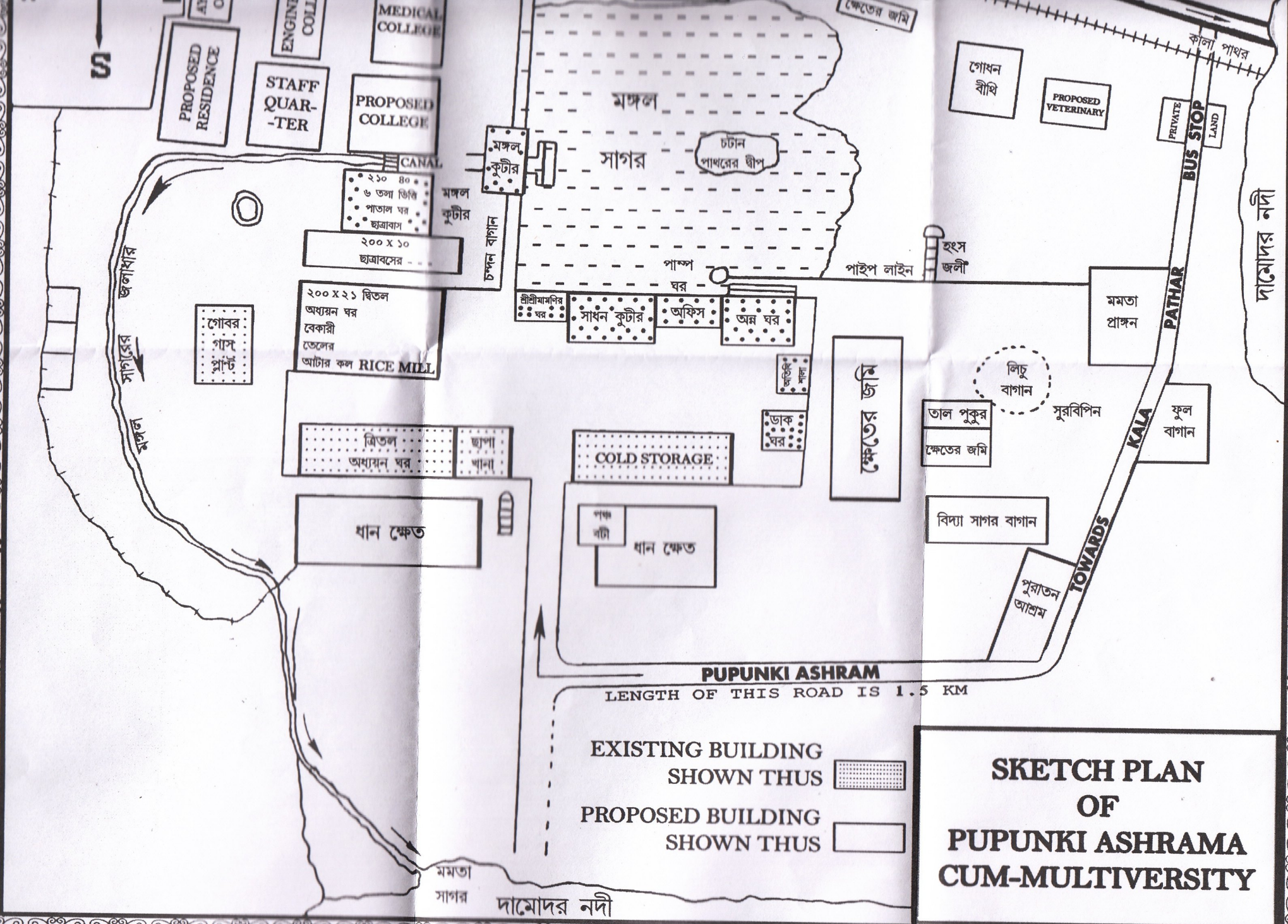


# SKETCH PLAN OF PUPUNKI ASHRAMA CUM-MULTIVERSITY

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

# SKETCH PLAN OF PUPUNKI ASHRAMA CUM-MULTIVERSITY

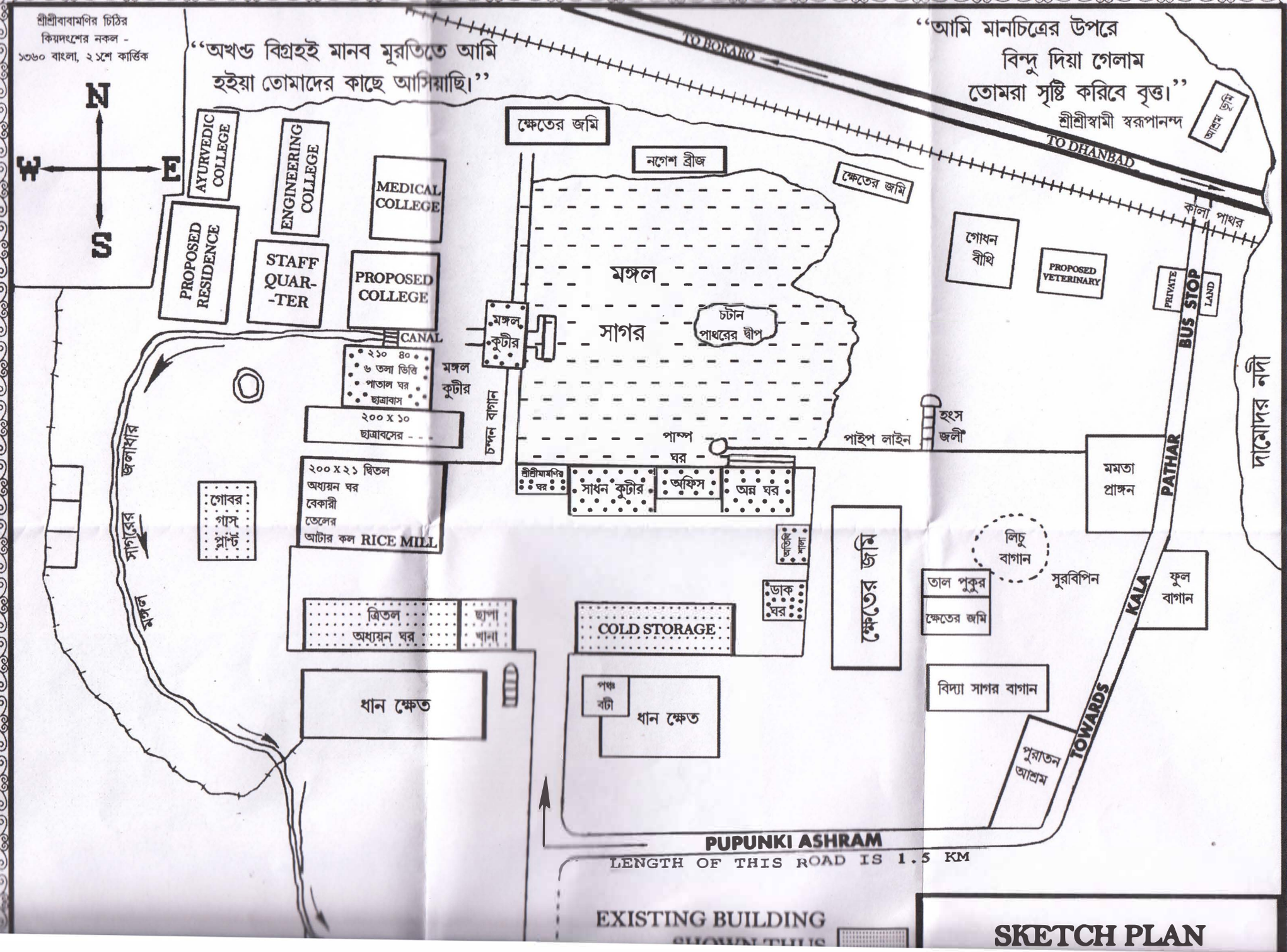


SKETCH PLAN